সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ, আমাদের সীমাবদ্ধতা এবং জামায়াত বদ্ধ জিন্দেগী

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام علي سيد الانبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

বিগত বয়ানের সার সংক্ষেপ

- সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ আল-কুরআনের মুহকাম আয়াতে বর্নিত বিধান। বাস্তব জীবনে ইহা মেনে চলা ফরজ, অমান্য করা কুফর।
- সমাজকে দুর্নীতি ও পাপাচার মুক্ত, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ একটি কার্যকরি পদক্ষেপ।
- আহবান, আবেদন, অনুরোধ ও আদেশ একই ধারাবাহিকতার ভিন্ন ভিন্ন স্তর।
- অন্যায় ও পাপাচার মোকাবিলায় আমাদের তিনটি অবস্থান হতে পারে।
  - শক্তি বা ক্ষমতা থাকলে বল প্রয়োগ করে বদলে দেয়া।
  - বল প্রয়োগে সক্ষম না হলে মুখ দিয়ে বদলে দেয়া।
  - মুখ দিয়ে বদলাতে সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে বদলে দেয়া।

ইহাকে দুর্বলতম ঈমান বলা হয়েছে। মানে এরচেয়ে নীচে ঈমানের কোনো স্থান নাই।

- সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধ প্রতিষ্ঠিত সমাজকে ঠিকিয়ে রাখার উত্তম ব্যবস্থা। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্টপোষকতায় স্থানীয় সরকারের তত্বাবধানে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কাজটি পারিচালিত হবে।
- সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধ না করার পরিণতি বিভ্রান্তি ও অভিশাপ।
- সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধ ছেড়ে দিলে ইবাদাত বন্দেগী কবুল হয় না।

আমাদের সীমাবদ্ধতা

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধ আমাদের ফরজ দায়িত্ব এবং কাজটি সঠিক ভাবে করতে হলে শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন। শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া যথাযত ভাবে কাজটি করা সাধ্যের বাহিরে। তবে মহান আল্লাহ বড় মেহেরবান। তিনি বিষয়টি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কারন ইসলামী বিধান মতে সাধ্যের বাহিরে কারো উপর দায় চাপানো হয় না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহ সাধ্যের বাহিরে কারো উপর দায় চাপান না। যে সৎকাজ করল সে নিজের জন্যই করল আর যে পাপ করল সে দায় তাকেই নিতে হবে। (আল্লাহর সকল বিধান মেনে নাও এবং বল)

হে রাব্ব! ভুল ত্রুটির জন্য আমাদের পাকড়াও করো না।

হে রাব্ব! আমাদের উপর কঠিন বুঝা চাপিয়ে দিও না, যেমন দিয়েছিলে পুর্ববর্তিদের উপর।

হে রাব্ব! আমাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দিও না যার সাধ্য আমাদের নেই। আমাদের ছেড়ে দাও, ক্ষমা কর, দয়া কর। তুমিই মালিক। কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর। (২ বাক্বারাহঃ ২৮৬)

সুতরাং বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নয়। বর্তমানে মুসলিম প্রধান অঞ্চল গুলু ছোট ছোট দেশে বিভক্ত এবং এই দেশ সমূহ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জাতি হিসাবে আমরা আজ দুর্বল ও অসহায়। আমাদের শক্তি সামর্থ একেবারেই সীমিত।

তাই স্থান কাল পাত্র পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে যার যত টুকু সাধ্য সামর্থ বা ক্ষমতা আছে ততটুকুই করতে হবে। বিশেষ করে...

- যেখানে নিজেরাই জুলুমের সম্মুখীন।
- যেখানের কুরআনের বাণী, নবীর আদর্শ ও ইসলামের শিক্ষা অবহেলিত।
- যেখানে জালিমের প্রভাব ও জুলুমের শাসন প্রতিষ্ঠিত।

সেখানে সৎকাজের আদেশ দিতে না পারলেও সময় সুযোগে অন্তত অনুরোধ, আবেদন বা দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমন বর্নিত হচ্ছেঃ

তারিক বিন শিহাব থেকে বর্নিত, (হাদীছটি অন্য রাবী আবু বকরের) তিনি বলেনঃ ঈদে নামাযের আগে খুতবার প্রচলন (উমাইয়্যাহ খালীফাহ) মারওয়ান প্রথম শুরু করেন। (রাসূল সাঃ ও পরবর্তি খালীফাহগণ আগে নামায পড়তেন, পরে খুতবাহ দিতেন)। (মারওয়ান নামাযের আগে খুতবাহ শুরু করলে) এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললঃ "আগে নামায, পরে খুতবাহ"।
মারওয়ান বললঃ এই নিয়ম পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে।
ইহা শুনে আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ বললেনঃ ওই ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূল সাঃকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ অন্যায় দেখলে সে যেন হাত দিয়ে (বল প্রয়োগে) ইহা বদলে দেয়। যদি না পারে তবে যেন মুখ দিয়ে বদলে দেয়। তাও যদি না পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে বদলে দেয় (মানে বদলে দেয়ার পরিকল্পনা করে) আর ইহা হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান। (মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়ঃ ৪৯)

পবিত্র কালামের যে আয়াতে সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধের বিধান বর্নিত হয়েছে, আয়াতটি হলঃ
তোমাদের কিছু লোক যেন এমন থাকে যারা সদা কল্যাণের দিকে ডাকে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে। (যে সমাজে এই ব্যবস্থা চালু থাকবে) তারাই সফল। (৩ আল-ই'মরানঃ ১০৪)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলঃ উক্ত আয়াতে সফল মুঅমিনের তিনটি গুনাগুন বর্নিত হয়েছেঃ

- কল্যাণের দিকে ডাকা,

- সৎকাজের আদেশ করা,
- অসৎ কাজে নিষেধ করা।

আয়াতের দিকে লক্ষ করলে বুঝা যায়ঃ

- মুসলমানের কাজ হল কল্যাণময় সমাজ কায়েমের আগ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করা।
- যারা এই দাওয়াতে সাড়া দেবে তাদের কাজ হল কুরআন হাদীছের জ্ঞান আহরণ ও দাওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণ করা। (সৎকাজের আনুরোধ বা আবেদনকেও দাওয়াতী কাজের অংশ হিসাবে ধরে নেয়া যায়)
- দ্বীন কায়েমের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা
- দ্বীন কায়েমের পর সৎকাজের আদেশ ও আসৎ কাজে নিষেধের চূড়ান্ত পদ্ধতি চালু করা।

জামায়াত বদ্ধ জিন্দেগী বা মুসলিম ঐক্য

"জামায়াত বদ্ধ জিন্দেগী" শব্দটি বর্তমানে কিছু ভাইদের সামাজিক পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। শব্দটি ব্যবহার করে অনেকে সংঘবদ্ধ জিন্দেগী বা সাংগঠনিক জীবন বুঝিয়ে থাকেন। এবং বিষয়টি প্রমান করার জন্য আল-কুরআনের অনেক আয়াত আর রাসূল সাঃ থেকে বর্নিত বেশ কিছু হাদীছ উল্লেখ করে থাকেন।

আসলে দলীল হিসাবে তারা যেসব আয়াত বা হাদীছ উপস্থাপন করেন এসবের মূল বাণী হচ্ছেঃ মুসলমানদের জাতীয় ও সামাজিক ঐক্য। অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুনিয়ার সকল মুসলমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আঞ্চলিকতা, মিনহাজ, মসলক বা অন্য কোনো ইসুর উপর ভিত্তি করে কেউ জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবে না বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সাঃ আমরণ চেষ্টা করেছেন। নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত এই সমাজকে ঠিকিয়ে রাখার ও সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ৯০টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ২৭টিতে নিজে অংশ গ্রহণ করেছেন, জখমী হয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন, দাঁত শহীদ করেছেন। রাসূলের প্রিয় সাহাবাগণ আমরণ যুদ্ধ করেছেন, জীবন দিয়েছেন। এতো ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে আজীবন চেষ্টা করে তারা গড়ে তুলে ছিলেন ঐক্যবদ্ধ আদর্শ মজবুত ও শক্তিশালী মুসলিম জাতি ও সমাজ।

কিন্তু আমরা ইহা ধরে রাখতে পারিনি। ১৯২৪ সালে রাসূল সাঃর হাতে গড়া এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিশ্ববাসীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই বর্তমানে আমরা অক্ষম ও অসহায়।

সুতরাং আমাদেরকে ঘুরে দাড়াতে হবে। ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণের রক্তের বিনিয়ে গড়ে দেয়া উপহার দুশমনের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে।

আর এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, সুসৃংখল ভাবে পথ চলার জন্য কোনো জামায়াত বা সংগঠন গড়ে তুলা এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে উম্মতের জন্য কাজ করা অবশ্যই ভাল কাজ বলে আমি মনে করি।

একটি প্রস্তাবনা

তবে এখানে লক্ষনীয় বিষয় এই যে, বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে ঐক্য নেই। আমাদের পরিচিত যেসব সংগঠন দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম রত, তাদের অনেকেই নীতিগত ভাবে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে মেনে নিয়ে অঞ্চল ভিত্তিক ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টা করছেন। এতে তারা সফল হলেও পরিপূর্ন ভাবে মুসলিম জাতির আকাংখা পূর্ন হবে না। কারন একটি জাতি প্রতির্ষ্ঠিত হবার মূল ভিত্তি তিনটিঃ

- জাতীয়তাবাদ
- রাজনৈতিক মতবাদ
- সামাজিক আদর্শ

জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি তিনটিঃ

- অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ,
- ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ,
- ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। (ইহাই মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল)

যারা অঞ্চল ভিত্তিক ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য সংগ্রাম রত। তারা সফল হলে ইসলামী বিধানকে শুধু সামাজিক আদর্শ হিসাবে সীমিত পরিসরে হয়ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এরচেয়ে বেশী কিছু তাদের জন্য মোটেই সহজ হবে না।

যাক আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল জামায়াত বদ্ধ জিন্দেগী। শব্দটি যেহেতু

- ✓ সংগঠন বা সাংঘঠনিক জীবন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ যেহেতু লোকজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগঠনকে দলাদলির কাজে ব্যবহার করে থাকে।
- ✓ এবং যেহেতু এই শব্দটি সরাসরি ভাবে মুসলিম জাতীয় ঐক্য বুঝাতে পারে না।

তাই এর বদলে এরচেয়ে উত্তম কোনো শব্দ ব্যবহার করা উচিত। যেমনঃ

- ঐক্যবদ্ধ জিন্দেগী
- জাতীয় ঐক্য বা মুসলিম ঐক্য
- একতা বদ্ধ থাকা
- মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা, ইত্যাদি বা এর চেয়ে আরো উত্তম কোনো শব্দ যা আরবী “ইত্তিফাক্ব” শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

ইসলামে একতার গুরুত্ব

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে একতা। নগর, শহর, দেশ, ভাষা সবকিছুর উর্দ্ধে উঠে দুনিয়ার সকল মুসলিম একতাবদ্ধ থাকবে, ইহাই ইসলামী সমাজের মূল আদর্শ। যে আদর্শের মূল চেতনা মুসলিম জাতীয়তাবাদ আর প্রেরণা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

(ছেলেকে নিয়ে কা'বাহ নির্মানের পর ইবরাহীম আঃ কিছু দোয়া করে ছিলেন। এর একটি হলঃ) হে রাব্ব! আমাদের উভয়কে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ কারী (মুসলিম) বানাও। আমাদের বংশধর থেকে তৈরি কর (তোমার কাছে আত্মসমর্পণ কারী) **মুসলিম জাতি**। শিখিয়ে দাও (তোমার দাসত্বের প্রয়োজনীয়) নিয়ম নীতি। আমাদের তাওবাহ কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তাওবাহ কবুল কারী, রাহী'ম। (২ বাকারাহঃ ১২৮)

সকল মুঅমিন ভাই ভাই। আপন ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর। এতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। (৪৯ হুজরাতঃ ১০)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা...

- পরস্পরে হিংসা করো না,
- অহেতুক মূল্যবৃদ্ধি করো না,
- একে অপরের সাথে দুশমনি করো না,
- পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না,
- কেউ কিছু কিনতে গেলে (সে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়) অন্যজন ইহা কিনতে যেও না।
- আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও।

মুসলমান মুসলমানের ভাই। এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে...

- ❖ জুলুম করতে পারে না,
- ❖ অপমান করতে পারে না,
- ❖ অসম্মান করতে পারে না।

তাকওয়া এখানে থাকে (এই বলে তিনি তিনবার বুকের দিকে ইশারা করলেন। তারপর বললেন) একজন মুসলিম মন্দ হিসাবে চিহ্নিত হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার (মুসলিম) ভাইকে অসম্মান করে। প্রত্যেক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মান (নষ্ট করা) হারাম। (মুসলিম)

ইবন উমর রাঃ বলেন একদা উমর জাবিয়াহ (নামক স্থানে) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেনঃ লোক সকল! আমি আজ তোমাদের সামনে দাড়িয়েছি। রাসূল সাঃ ও এভাবে আমাদের সামনে দাড়াতেন। একদা তিনি বললেনঃ আমার সাহাবা, পরবর্তি (তাবিয়ী) ও এর পরবর্তি (তাবি' তাবিয়ী)দের ব্যাপারে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। (মনে রেখো!) তাদের পর মিথ্যার বিস্তার ঘটবে। তখন না চাইতেই লোকজন কসম করবে, না চাইতেই সাক্ষ্য দেবে। জেনে রেখো! কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একান্তে বসবাস করলে তাদের ৩য় ব্যক্তি হয় শয়তান। সাবধান! তোমরা জামায়াতকে আঁকড়ে থাকবে আর দলাদলি থেকে বেঁচে থাকবে। কারন

শয়তান একের সঙ্গে যেভাবে লেগে থাকে দুইজন থেকে এরচেয়ে দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের গন্ধ পেতে চায় সে যেন জামায়াতকে আঁকড়ে থাকে। ওই ব্যক্তিই প্রকৃত মুঅমিন সৎকাজ যাকে আনন্দ দেয় আর মন্দ কাজ যাকে পেরেশান করে তুলে। (তিরমিযী, ইবন মাজা)

একতার মূলমন্ত্র আনুগত্য। তাই জাতীয় ঐক্য ধরে রাখার জন্য ইসলাম আনুগত্যের উপর জোর দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূল ও তোমাদের কর্তা ব্যক্তিদের। কোনো ব্যাপারে তোমাদের মতানৈক্য হলে বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন হাদীছের) কাছে ছুটে যাও। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হলে ইহাই তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সঠিক পথ। (৪ নিসাঃ ৫৯)

হুযাইফাহ রাঃ বলেনঃ একদা আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অকল্যাণে (কুফরে) নিমজ্জিত ছিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণ (ইসলাম) দান করেছেন। এই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ ফিরে আসবে।
তিনি বললেনঃ হাঁ..।
আমি বললামঃ কি ভাবে?
তিনি বললেনঃ আমার পর (এমন সময় আসবে যখন) নেতারা আমার পথে চলবে না, আমার আদর্শ গ্রহণ করবে না। তাদের কিছু লোক মানব দেহে শয়তানের আত্মা বহন করবে।
আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই অবস্থায় আমি কি করব?
বললেনঃ নেতার আনুগত্য করবে, যদিও তোমাকে প্রহার করে, সম্পদ কেড়ে নেয়। তবুও আনুগত্য করবে। (মুসলিম)

ইবন উ'মার রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ প্রতিটি মুসলিমকে তার পছন্দ অপছন্দ সকল বিষয়ে আনুগত্য করতে হবে। তবে যতক্ষন পাপের আদেশ দেয়া না হয়। নেতা পাপ কাজের আদেশ করলে আর আনুগত্য নয়। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ)

ইসলামী জামায়াত বা জাতীয় ঐক্য

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কুরআন ও হাদীছের যেসব ক্ষেত্রে জামায়াহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর মূল বাণী হচ্ছে মুসলিমদের জাতীয় ও সামাজিক ঐক্য। অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুনিয়ার সকল মুসলিম সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আঞ্চলিকতা, মিনহাজ, মসলক, মাযহাব বা অন্য কোনোকিছুর উপর ভিত্তি করে কেউ জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবে না, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। ইহাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাকো। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরকে মিলিয়ে দিয়েছেণ। আল্লাহর দয়ায় তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। (৩ আল-ই'মরানঃ ১০৩)

দলাদলির পরিণতি

জাতীয় বিভাজন ও দলাদলির পরিণতি বড় ভয়াবহ। বিভক্তি বা দলাদলি ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করে দেয়। দলাদলির ফলে জাতি বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে যায়। দলাদলি আল্লাহর বিধানের সরাসরি লঙ্ঘন। তাই যারা এমন করে তাদের থেকে আল্লাহর রহমত তুলে নেয়া হয়। ফলে তারা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, পরস্পরে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। এতে তোমরা ভীরু (দুর্বল) হয়ে পড়বে, তোমাদের বাতাস (জাতীয় শক্তি) নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমরা (আল্লাহর পথে) অবিচল থাকো। আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা (তার পথে) অবিচল থাকে। (৮ আনফালঃ ৪৬)

(হে নবী!) যারা দ্বীনকে বিভক্ত করে নানা দলে ভাগ হয়ে যায় তাদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর। তিনিই দেবেন তাদের কর্মফল। (৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)

(সাবধান!) তোমরা তাদের মত হইও না! যারা বিরোধ করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমান (যারা এমন করে) তাদের তরে মহা আযাব। (৩ আল-ই'মরানঃ ১০৫)

দলাদলির কারন

দলাদলির অন্যতম মূল কারন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃর আদর্শ থেকে পিছু হটলেই দলাদলি ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূল ও তোমাদের কর্তা ব্যক্তিদের। কোনো ব্যাপারে তোমাদের মতানৈক্য হলে বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন হাদীছের) কাছে ছুটে যাও। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হলে ইহাই তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সঠিক পথ। (৪ নিসাঃ ৫৯)

শারীয়া'র মূলনীতি দুইটিঃ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ। যতদিন মুসলমানরা এই দুই মূলনীতি আঁকড়ে থাকবে ততদিন তারা বিভ্রান্ত হবে না। বর্নিত হচ্ছেঃ

মালিক বিন আনাস রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমি তোমাদের কাছে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। এই দুটিকে আঁকড়ে থাকলে তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। আর তা হল আল্লাহ কিতাব ও আমার সুন্নাহ। (মুয়াত্তা ইমাম মালিকঃ ১৩৯৫, হাদীছটি সাহীহ)

জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে বনী-ইসরাঈল। তারা আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাই মহান আল্লাহ আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন; যেন আমরা তাদের অনুকরণ না করি। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅমিনগণ! আহলে কিতাব (বনী-ইসরাঈল)র কোনো গ্রুপের অনুকরণ করলে তারা তোমাদেরকে কুফরে ফিরিয়ে নেবে যদিও তোমরা ঈমান এনে থাকো। (অর্থাৎ তোমরা তখন নিজেকে ইমানদার মনে করলেও আসলে কাফির হয়ে যাবে) (৩ আল-ই'মরানঃ ১০০)

কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যেসব পথে বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছে আজকাল ঠিক সেই পথ ধরেই বিভ্রান্ত হচ্ছে মুসলিম জাতি। যার অন্যতম একটি দলাদলি। ইরশাদ হচ্ছেঃ

কারনঃ আল্লাহ নাযিল করেছেন যথার্থ কিতাব। যারা এই কিতাব নিয়ে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায় তারা চরম বিভ্রান্ত। (২ বাক্বারাহঃ ১৭৬)

পর্যালোচনাঃ বনী-ইসরাঈলের আমিলগণ আল্লাহর কিতাব ও বিধান নিয়ে দলাদলি করত। বর্তমানে আমাদের কিছু মানুষও আল্লাহর কিতাব ও বিধান নিয়ে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছেন।

দলাদলিকে তারা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, তাদের মতাদর্শের বাহিরে কেউ কুরআন হাদিছের উদ্ধৃতি দিলেও তারা মানতে রাজি নয়। বরং উনি অন্য মাযহাবের, অন্য মসলকের বা অন্য মিনহাজের বলে উনার বর্নিত কুরআন হাদীছকেও উড়িয়ে দেয়া হয়।

আর দলীয় কেউ দলীল বিহীন ভুল কথা বললেও মেনে নেয়া হয়। ইহা বিভ্রান্তির পথ। এমন করে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, বিভ্রান্ত করছেন কত মানুষকে।

বিঃ দ্রঃ= বিশ্লেষণগত ভিন্নমত আর জাতীয় বিভাজন এক নয়। ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও বিভাজন বা দলাদলি কোনো ভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। দলাদলির ফলে তৈরি হয় দলগত প্রতিহিংসা। তখন একদল অন্য দলের সত্য বা অধিকার মেনে নিতেও কার্পন্য করে। দলগত প্রতিহিংসার কারনে মুহাম্মাদ সাঃর ব্যাপারে এমন করেছিল বনী-ইসরাঈল।

তাওরাত ও ইনজিল আল্লাহর কিতাব। উভয় কিতাবই বনী-ইসরাঈলের উপর নাযিল হয়েছে। উভয় কিতাবে আখেরী নবীর আগমনের সুসংবাদ ও গুনাগুণ বর্নিত ছিল। এবং সে অনুযায়ী বনী-ইসরাঈল তার আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তারা ভেবে ছিল তিনি হবেন তাদেরই একজন।

ইতিপূর্বে আরবদের কাছে কোনো আসমানী কিতাব নাযিল হয়নি। তাই তাদেরকে উম্মি (অশিক্ষিত) বলে ডাকা হত। বনী-ইসরাঈল আরবদেরকে বিভ্রান্ত জাতি হিসাবে দেখত। কিন্তু আখেরী নবী হয়ে গেলেন একজন আরব। তাই বনী-ইসরাঈল তাকে চিনে ও মেনে নিল না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (মুহাম্মাদকে) এমন করে চিনে ছিল যেমন চিনে ছিল নিজ সন্তানদের। তাদের একদল (উলামা) জেনে বুঝে সত্য (মুহাম্মাদ সাঃর পরিচয়) গোপন করেছিল। (২ বাক্বারাহঃ ১৪৬)

পর্যালোচনাঃ আরবদের প্রতি ইসরাঈলীদের জাতিগত প্রতিহিংসা ছিল। নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাঃর পরিচয় নিশ্চিত জেনেও শুধু প্রতিহিংসার কারনে তারা মেনে নিতে পারেনি।

ঠিক এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে মাহদী আসার পর। মাহদীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র দলগত প্রতিহিংসার কারনে মুসলমানদের অনেক দলই মাহদীকে মেনে নেবে না। তাইতো মাহদীকে মারার জন্য সর্ব প্রথম ধেয়ে আসবে মুসলিম দেশগুলুর সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনী।

ঐক্যের পথ ও আমাদের করনীয়

আজকাল আমাদের সমাজ আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। যে কারনে তৈরি হয়েছে বিভক্তি ও দলাদলি। আর এই দলবাজিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ। ফলে ইতিহাস ঐতিহ্য সব হারিয়ে আমরা এখন অসহায়।

হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে আমাদেরকে দলাদলি পরিত্যাগ করে ঐক্যের পথ ধরতে হবে। আমাদের জাতীয় ঐক্যের শিকড় হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃর আদর্শ। তাই আমাদেরকে শিকড়ের সন্ধান করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূল ও তোমাদের কর্তা ব্যক্তিদের। কোনো ব্যাপারে তোমাদের মতানৈক্য হলে বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন হাদীছের) কাছে ছুটে যাও। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হলে ইহাই তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সঠিক পথ। (৪ নিসাঃ ৫৯)

মনে রাখতে হবে আমাদের ঐক্যের মূলমন্ত্রঃ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ। মূল চেতনাঃ মুসলিম জাতীয়তাবাদ। আর মূল প্রেরণাঃ মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বোধ। সুতরাং আমাদেরকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও ভ্রাতৃত্ব বোধের প্রেরনায় উজ্জিবিত হয়ে কুরআন সুন্নাহর উপর অবিচল থেকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে যেতে হবে। এমন হতে পারলে ইনশা আল্লাহ, আল্লাহর সাহায্য ও আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

واخر دعوي نا ان الحمد لله رب العلمين